কামরুন জিনিয়া সম্পাদিত 'আকাশলীনা'
ছন্দে আনন্দে হৃদয়ের কথা বলে

বিদেশে বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত দেশে সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চা করা কিংবা কোনো সাহিত্য সংকলন প্রকাশ করা যথেষ্ট শ্রমসাধ্য ও সময়সাপেক্ষ কাজ।

এখানে সবাই প্রায় ছুটছে ডলার রোজগারের সন্ধানে। সাহিত্য চর্চা করা কিংবা লেখালেখি করা এখানে তো প্রায় অসাধ্য কাজ। কিন্তু সেই অসাধ্য এবং শ্রমসাধ্য কাজটি করছেন লুইজিয়ানার নিউ অরলিন্স থেকে কামরুন জিনিয়া ও তাঁর সহযোগিরা।

প্রিয় পাঠক-পাঠিকাবৃন্দ, মে মাসের ২য় সপ্তাহে যখন কামরুন জিনিয়া সম্পাদিত বার্ষিক সাহিত্য সংকলন 'আকাশলীনা'-১৪১২ হাতে পেলাম তখন আমি অভিভূত হয়ে গিয়েছিলাম। কারণ একটু আধটু লেখালেখির অভ্যাস এই অভাজনেরও আছে সেই প্রায় ৪৫/৪৬ বছর ধরে। কিন্তু লুইজিয়ানা থেকে যে ধরণের সংকলন জিনিয়া এ বছর বের করেছেন আমার ধারণায় তা নিউইয়র্ক থেকেও বের করা কঠিন ব্যাপার। নিউইয়র্ক এখন বাংলাভাষা ও সাহিত্যের কেন্দ্রবিন্দু। সেখানে আধুনিক প্রযুক্তি সহজলভ্য। এছাড়া বহু কবি-সাহিত্যিক সেখানে জীবন ও জীবিকার তাগিদে দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করছেন। সুতরাং এ ধরণের সংকলন সেখান থেকে বের হলে আমি খুব বেশী বিস্মিত হতাম না। কিন্তু লুইজিয়ানা থেকে জিনিয়া যা প্রকাশ করেছে (করছে গত পাঁচ বছর ধরে) তাতে তো আমি আশ্চর্য না হয়ে পারি নি।

মুখবন্ধ বা ভূমিকা বোধহয় দীর্ঘ হয়ে যাচ্ছে। এবার মূল প্রসঙ্গে আসি। ১৬৪ পৃষ্ঠার বই আকারে প্রকাশিত 'আকাশলীনা' দু'টি অংশে বিভক্ত। কবিতা ৫৯ পৃষ্ঠা এবং অবশিষ্ট ৮৪ পৃষ্ঠায় আছে ছোটগল্প, প্রবন্ধ ও অন্যান্য রচনাসমূহ। সমস্ত লেখাগুলোই উত্তর আমেরিকা প্রবাসী কবি, লেখক ও লেখিকাদের, যাঁরা শত ব্যস্ততার মাঝেও এই প্রবাসে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চা অক্ষুন্ন রেখেছেন। অবশিষ্ট পৃষ্ঠাগুলো সূচিপত্র, সম্পাদকীয় এবং লেখক ও কবি পরিচিতির জন্য রাখা হয়েছে।

কবিতায় আছেন আতিকুর রহমান, আবু ওবায়দুল্লাহ আনসারী খান, আমিনুর রশিদ পিন্টু, কমলকলি, কাজী মশহুরুল হুদা, কামরুন জিনিয়া, গুলশান আরা কাজী, জিয়ারত হোসেন, জেসমিন ফেরদৌস, দেওয়ান সৈয়দ আবদুল মজিদ, তিমির পাল, নাসরিন খান রুমা, ফকির ইলিয়াস, ফেরদৌস নাহার, বদিউজ্জামান নাসিম, বাঙালী শামসুর রহমান, বিমল কান্তি পাল, মন্দিরা সেনগুপ্ত, মনোয়ারা উল্লাহ পূরবী, মমিনুল হক, মীর আবদুল গণি, মুকতাদীর চৌধুরী তরুণ, মুনীর মুজতবা আলী, মোস্তফা সারওয়ার, মোঃ সুলতান পারভেজ, রবিউল হাসান, রুহুল কুদ্দুস, রোকসানা লেইস, শামস আল মমীন, শামসুল হুদা, শাহেদ ইকবাল, সহিদুল ইসলাম এবং হাসান আল আব্দুল্লাহ।

ছোটগল্প, প্রবন্ধ ও অন্যান্য অংশে আছেন অমল মিত্র, অমিতাভ রায়, আঃ হাঃ জাফর উল্লাহ, আমজাদ চৌধুরী, আমিনুর রশীদ পিন্টু, ওয়াহিদুজ্জামান মানিক, কাদেরী কিবরিয়া, কানিজ সিদ্দিকী, জাকিয়া আফরিন, জাহিদ হোসেন, জোবায়দুর রহমান, দিলারা হাসেম, দীপিকা ঘোষ, নাসরিন চৌধুরী, মিনা ফারাহ, মীজান রহমান, শম্পা মুখার্জী, শারমিন আহমেদ, হাসান ফেরদৌস, শবনম আমীর এবং হোমায়রা আহমেদ।

আমি যদি 'আকাশলীনা'কে একটি ফুলবাগান বলে ভাবি তবে কামরুন জিনিয়া চমৎকার ভাবে সেই বাগানের মালি হিসেবে কাজ করেছেন। বিভিন্ন সুন্দর সুন্দর ফুলগাছ দিয়ে বাগানটি সাজিয়েছেন। সেই উদ্যানে বিভিন্ন পুষ্পশোভিত বৃক্ষের সৌন্দর্য্যে যে কোনো মানুষই মুগ্ধ হবেন। তারা হয়তো নিজের মনেই এই বাগান এবং তার মালির কথা ভাববেন।

এছাড়া 'আকাশলীনা'কে আমি সুন্দর একটি ফুলের মালার সঙ্গেও তুলনা করতে পারি। বিভিন্ন পুষ্প সংগ্রহ করে এই মালাটি গেঁথে উপহার দেয়া হয়েছে সুধীবৃন্দকে।

প্রথমেই বলে রাখি সবগুলো লেখাই স্বকীয়তায় অনন্য। সবগুলোই প্রশংসার দাবীদার। কিন্তু এরপরেও পর্যালোচনার খাতিরে এবং স্থানাভাবে সব লেখা সম্পর্কে মতামত প্রদান করা সম্ভব নয়। সেজন্য সম্মানিত কবি লেখকদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।

আমিনুর রশীদ পিন্টুর 'ভালোবাসার সমীকরণ' ও 'অনন্ত সঙ্গীত মাটির ঠিকানায়' কবিতা দু'টিতে প্রকৃতিপ্রেম ও মানবীপ্রেমের এক সৌন্দর্যময় পরিবেশ বর্ণিত হয়েছে।

কমলকলির 'একদিন আমিও ঘুমিয়ে রবো' এবং 'অনুভব'-এ আধ্যাত্মিক চিন্তার সমন্বয় ঘটেছে। কবি পরলোকে যাওয়ার প্রতীক্ষায় আছেন। তিনি সম্ভবতঃ বলতে চেয়েছেন কবরই আমাদের স্থায়ী নিবাস। তিনি পরের কবিতায় জীবনকে পরিপূর্ণ করে পেতে চেয়েছেন।

কামরুন জিনিয়ার 'গহন শূন্যতা' শ্রদ্ধেয় মীজান রহমানকে উৎসর্গ করে লেখা হয়েছে। মানুষ মীজান রহমানকে জিনিয়া তাঁর অন্তরের ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন এ কবিতায়। 'আজও নার্সিসাস'-এ তিনি হয়তো তাঁর মনের গহনকোণে লালিত কিছু মূল্যবোধ ও আত্মসচেতনতা সম্পর্কে জানাতে চেয়েছেন।

'তুমি সাক্ষী' ও 'কবিতা কেন লিখি' গুলশান আরা কাজীর দু'টি কবিতা। তিনি পদার্থবিদ হলেও কবিতার অঙ্গনে তাঁর বিচরণ জড়তাহীন। তিনি প্রথম কবিতায় শ্রমজীবী মানুষের, শোষিত-নিপীড়িত মানুষের কথা লিখেছেন। দ্বিতীয় কবিতায় তিনি লিখেছেন - 'কবিতা আমার অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার বজ্র সাহস'। অর্থাৎ কবিতা কখনও অসত্য আর অন্যায়ের

কাছে নতি স্বীকার করে না। কবিতা শাশ্বত, সুন্দর আর মঙ্গলময়।

ফকির ইলিয়াস তাঁর 'প্রতিপক্ষ চাঁদ', 'কবিকৃতি', 'গোলাপ নক্ষত্রে নারী' এবং 'বসন্তের বৈশ্যতায়' আট লাইনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখেছেন কবিতা চারটি। এটি কবিতার ক্ষেত্রে এক নতুন ধরণের পরীক্ষা-নিরীক্ষা। তিনি বলতে চেয়েছেন কবিতা বহতা নদীর মত। তিনি প্রথম বাক্যটি যে শব্দে শেষ করেছেন দ্বিতীয় বাক্যটির প্রথম শব্দটি প্রথমের শেষের সঙ্গে মিল দিয়েছেন। কবিকে সাধুবাদ জানাই নতুন আঙ্গিকে চিন্তা-ভাবনার জন্য।

'যেমন দেখছো পোড়া কপাল', 'ভাইবোন পুত্রকন্যা বাংলাদেশ' এবং 'পৌঁছতে চাই' ফেরদৌস নাহারের তিনটি আধুনিক তথা দেশ, সমাজ ও পরিবার নিয়ে সোনালী দিন ও ভবিষ্যতের কবিতা। তিনি মাটি ও মানুষকে প্রাধান্য দিয়েছেন তাঁর কবিতায়। কবিতা তিনটি এক কথায় চমৎকার ও প্রশংসার দাবীদার।

ফেরদৌস জেসমিনের কবিতা 'ভালো থেকো' ও 'রক্তকরবী' মিষ্টি মধুর প্রণয় আলাপনে ভরা। একবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেও কবি সুন্দর জীবন, প্রেম-ভালবাসা, মায়া-মমতার কথা পাঠক-পাঠিকাকে কবিতার ছন্দে পরমানন্দে পরিবেশন করেছেন। কবির মন মনে হয় এখনও তাজা ফুলের গন্ধে পরিপূর্ণ।

কবি বাঙালী শামসুর রহমানের কলম বেশ শক্তিশালী। তিনি 'মহামানবের প্রত্যাবর্তন' কবিতায় তাঁর স্বাক্ষর রেখেছেন। তবে মনে হয় ভক্তি ও আবেগের উচ্ছ্বাসে কিছু শব্দ গুলিয়ে ফেলেছেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবদান বাঙালীরা কোনদিন ভুলবে না - এটি যেমন স্বতঃসিদ্ধ - তেমনি তাঁকে মহাননেতা থেকে মহামানব বা মহাপুরুষ বলাটা বোধহয় আমার বিবেচনায় যৌক্তিক হয়নি। বঙ্গবন্ধু নিঃসন্দেহে মহান নেতা, তিনি শোষিত মানুষের জন্য পাকিস্তানী আমলে অনেক কষ্টসহ্য করেছেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন তাঁর সুযোগ্য নেতৃত্বেই হয়েছে একথা তাঁর অতিবড় শত্রুও স্বীকার করতে বাধ্য। কিন্তু মহামানব বা মহাপুরুষ শব্দগুলি সচরাচর আধ্যাত্মিক জগতের সঙ্গে যাঁরা সম্পৃক্ত তাঁদের বেলাতেই প্রযোজ্য।

মীর আবদুল গণি সুদূর জার্মানী থেকে 'বাঙলা দেশ' কবিতায় জন্মভূমিকে স্মরণ করেছেন। তাঁর কবিতা পড়ে আমরাও নতুন করে জন্মভূমিকে স্মরণ করবো।

'আমার সহপাঠী তালুকদার' কবিতায় মুনীর মুজতবা আলী আমাদের সমাজের এক অন্ধকার দিক তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। রসিকতার মাধ্যমে তিনি এক দুঃখজনক অধ্যায়ের নিখুঁত ছবি এঁকেছেন ছন্দের তালে তালে।

রবিউল হাসান 'সরো' ও 'যাচ্ছি' কবিতা দু'টিতে মানসপ্রিয়ার সান্নিধ্য কামনা করেছেন। হয়তো তা বিমূর্ত। কিন্তু তাঁর কলমের ডগায় পাঠক-পাঠিকাদের মনে আলোড়ন-শিহরণ জাগায়। তিনি প্রশংসার দাবীদার।

'বাংলাদেশের ছবি'-তে রুহুল কুদ্দুস মাতৃভূমির সুন্দর ছবিটি এঁকেছেন। সত্যিই বাংলাদেশ আর শেখ মুজিব দু'টি নাম অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। ভবিষ্যত প্রজন্মকে আমাদের গৌরবময় ইতিহাস জানানো একান্তভাবে প্রয়োজন। কবির কথায় ''আঁকোনা কেনো তবে 'মুজিব'-কে, দেখবে হয়ে গেছে 'বাংলাদেশ'!'' কবির ন' বছরের মেয়ে ছবি কবিকে যে সত্যটি উপলব্ধি করিয়েছে তা যেন সবার মাঝেই প্রতিফলিত হয়।

শামস আল মমীনের 'কমলাপুর স্টেশন' ও 'আবার এসো' দু'টি কবিতাই হৃদয়ের কথা বলে। কবি অতীত স্মৃতি রোমন্থন করলেও ভবিষ্যতকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে তুলেননি। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের মধ্যে এক অপূর্ব সংযোগ সেতু রচনা করেছেন। কবির শব্দ চয়ন, ভাষা, নতুন করে আমাদের ভাবতে শেখায় যে বাংলা কবিতার জগতে নিঃশব্দে এক বিপ্লব ঘটতে যাচ্ছে।

ছান্দসিক কবি হিসেবে খ্যাত হাসান আল আব্দুল্লাহ বয়সে প্রায় নবীন। এখনও চল্লিশ অতিক্রম করেন নি। কিন্তু বয়সকে পেছনে ফেলে তিনি বহুদূর এগিয়ে গেছেন। গণিতের ছাত্র কবিতাকে গাণিতিক মাত্রায় উন্নীত করেছেন। ৮ ও ৬ শব্দের সনেটকে ভেঙ্গে ৭ ও ৭ শব্দে নিয়ে এসেছেন। এ এক বিস্ময়কর প্রচেষ্টা। নবপ্রজন্ম যে এভাবে চিন্তা করতে পারে তা আমার ধারণায় ছিল না। তিনি 'সকরুণ অনুষঙ্গ' ও 'অনন্ত বিচরণে' যে বার্তা দিতে চেয়েছেন তা হলো সময়ের সঙ্গে শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি নতুন ভাবধারার জন্ম দেয়। মুদ্রিত হলে তা আরো আলোড়ন সৃষ্টি করে। সময়কে প্রয়োজনে সম্পাদনা করতে হয়। সবকিছু পরিশীলিত হয় সময়ের সঙ্গে সঙ্গে। এ ব্যাপারে অনুশীলন একটি বড় বিষয়। আর কবিতা হচ্ছে শব্দের খেলা।

গদ্যাংশে অমিতাভ রায়ের 'প্রাচীন বঙ্গ ও তার নৃতাত্ত্বিক পরিচয়' চিন্তার খোরাক যোগায়। লেখক স্বল্প পরিসরে মোটা দাগের জিনিস আমাদের পরিবেশন করেছেন সহজ সরল ভাষায়। আমি ব্যক্তিগতভাবে উপকৃত হয়েছি লেখাটি পড়ে।

'বাঙালি জাতির চৈতন্যের গভীরে' প্রবন্ধে ওয়াহিদুজ্জামান মানিক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবদানের কথা গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছেন। আমিও তাঁর সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে বলতে চাই ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চের বঙ্গবন্ধুর ভাষণ কালজয়ী। এখন এতবছর পর তাঁকে সব বিতর্কের ঊর্ধ্বে রাখা দেশ ও জাতির জন্য মঙ্গলজনক। তাঁকে আর দলীয় দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা ঠিক না। তিনি আপামর বাঙ্গালীর নয়নের মনি।

কানিজ সিদ্দিকীর 'ডায়রী' গল্পটি প্রবাস জীবনের এক করুণ অধ্যায়। সব মেয়েই তার স্বামীকে আপন করে পেতে চায়। এ গল্পের নায়িকা রিনাও তার ব্যতিক্রম নয়। কিন্তু হাফিজ অর্থাৎ তার স্বামীর ডায়রীতে পূর্বতন স্ত্রীর স্মৃতি বোঝাই যা রিনা কেন কোন স্ত্রীই সহ্য করতে পারবে না। প্রবাসে এ ধরণের ঘটনা হরহামেশা ঘটছে।

'আত্মকথন' সুসাহিত্যিক দিলারা হাশেমের নিজস্ব কথা। তিনি আমাদের কাছে তাঁর জীবনের অনেক অজানা অধ্যায় উন্মোচন করেছেন। তাঁর 'কাকতালীয়' বইটি পড়ার সৌভাগ্য আমার হয়নি। এই লেখা পড়ে তিনি যদি আমাকে বইটি পড়ার ব্যবস্থা

করতেন তবে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করতাম। তাঁর 'ঘর মন জানালা' উপন্যাস বহুবছর আগেই যথেষ্ট সাড়া জাগিয়েছিল। এছাড়া তিনি বহু পুরস্কারে ভূষিত। তাঁর সম্পর্কে লেখা মানে 'গঙ্গা জলে গঙ্গা পূজা করা'।

দীপিকা ঘোষ 'পতিতা পুতুল' গল্পে আমাদের সমাজের নির্মম ও নিষ্ঠুর দিকটি তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। বাস্তবে হয়তো এ ধরণের অনেক পুতুল নিষ্ঠুরতার ধূপকাষ্ঠে বলি হচ্ছে কে তার খবর রাখে। লেখিকা এ লেখার জন্য প্রশংসার দাবীদার।

'সারপ্রাইজ' গল্পে নাসরিন চৌধুরী প্রবাস জীবনের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-ব্রদনা, আশা-নিরাশার এক সুন্দর ছবি এঁকেছেন।

মিনা ফারাহর প্রবন্ধ 'সংস্কারক নই, তবুও' যথেষ্ট তথ্যবহুল। আমাদের তথা সারা বিশ্বেই নারীজাতি এখনও কেমন যেন অবহেলিত। কিন্তু চৌদ্দশ' বছর আগে ইসলাম ধর্মে মানবতার ধর্মে নারী জাতিকে সমান মর্যাদা দেয়া হয়েছিল। মায়ের পদতলে বেহেশত - এটি একটি ছহি হাদিস। নবী করিম (সাঃ) ৩ বার এই কথা উচ্চারণ করে গেছেন। এই পৃথিবীতে সবচেয়ে সম্মানিতা মা। তিনি ৩ বার একথা বলার পর চতুর্থবারে বাবার কথা বলেছেন। মিনা ফারাহকে ধন্যবাদ তিনি সমাজ সংস্কারক না হলেও সমাজের বৈষম্য বিশেষ করে নারী-পুরুষের মধ্যে বৈষম্য সহজ সরল ভাষায় উপস্থাপন করেছেন।

'সিঙ্গল মাদার' গল্পের রচয়িতা শ্রদ্ধেয় মীজান রহমান। এটি একটি সুখপাঠ্য গল্প। আমাদের সমাজে যে মেয়েরা আর অসহায় নয় সেটিই গল্পের ছত্রে ছত্রে ফুটে উঠেছে। পাকা শিল্পীর মত নিঁখুত তুলির টানে ছবিটি তিনি সম্পূর্ণ করেছেন।

স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী এবং পরে অর্থমন্ত্রী মরহুম তাজউদ্দিনের কন্যা শারমিন আহমেদের লেখা স্মৃতিচারণ 'স্মৃতির অর্ঘ্যঃ আলোকের দিশারী'তে আমরা অনেককিছু জানতে পেরেছি। নবপ্রজন্মের জন্য এই লেখাটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

হাসান ফেরদৌস প্রবাসে প্রতিষ্ঠিত লেখক। তাঁর 'সীতার কন্যারা' লেখায় সমাজে নারী-পুরুষের বৈষম্যের কথা তুলে ধরা হয়েছে। তাঁর লেখাতে অবশ্য অনেক আশাব্যঞ্জক চিত্র ফুটে উঠেছে। মেয়েরা সমাজে এখন অনেক এগিয়ে এসেছে। তবে তার গতি ধীর। তাঁর প্রবন্ধের শিরোনামটি রূপক অর্থে। আমার ধারণা 'রামায়ন'-এর কেন্দ্রীয় চরিত্র রাম-সীতা, লক্ষণ ও রাবণ। সীতা তাঁর মর্যাদা সমুন্নত রাখলেও সমাজের অনুশাসনে অগ্নি-পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে বাধ্য হলেন। অবশ্য তিনি সসম্মানে সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। আগুন তাঁর দেহ স্পর্শ করতে পারলো না। কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে সীতা স্বামী রামের প্রতি নিদারুণ অভিমানে ধরিত্রীমাতার গহবরে নিজেকে সঁপে দিলেন। তাঁর সম্মানবোধ ও মর্যাদাবোধ এখনও সমুন্নত আছে। সে জন্যই বোধহয় হাসান ফেরদৌস লিখেছেন 'সীতার মেয়েদের এই পথচলা একসময় ফুরাবেই'। অর্থাৎ তারা তাদের পূর্ণ মর্যাদা অর্জন করবে। পুরুষরা যতই বাদ সাধুক - এই স্রোতধারাকে তারা রুখতে পারবে না। আমিও পুরুষ হিসেবে নারীদের পরিপূর্ণ মর্যাদা ও সম্মান লাভের একনিষ্ঠ সমর্থক।

সবশেষে হোমায়রা আহমেদের প্রবন্ধ 'বদলাবে কে'? এটি নারী-পুরুষের উভয়ের মর্যাদা নিয়ে। প্রবন্ধকার সুন্দরভাবে নারী-পুরুষের সমঅধিকারের কথা তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। এটি একটি বাস্তব সত্য কোন সমাজের শতকরা ৫০ ভাগ বা কোন কোন দেশে তার চেয়ে বেশী অংশকে পিছনে রাখলে সে সমাজ বা রাষ্ট্রের কোন উন্নতি হতে পারে না। নারী-পুরুষ উভয়কেই এব্যাপারে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করা উচিত। সেজন্য চাই উপযুক্ত শিক্ষা ও আর্থিক সচ্ছলতা।

পরিশেষে 'লেখক ও কবি পরিচিতি' সংকলনটির মান আরো বৃদ্ধি করেছে। লেখক-কবিদের সাজানো হয়েছে নামের বানানের আদ্যক্ষরের ভিত্তিতে। জন্মতারিখ অনুযায়ীও সাজানো যেতে পারে। অবশ্য এটি সম্পূর্ণ সম্পাদকের এখতিয়ার। কিছু বানান সঠিক নয়, তবে তা সংখ্যায় নগন্য।

প্রচ্ছদ এক কথায় অপূর্ব। 'আকাশলীনা' নামটিও বড় কাব্যিক। প্রচ্ছদ নাজিয়া আন্দালীব প্রিমার আঁকা। ভবিষ্যতে তিনিও যথেষ্ট মুন্সিয়ানা দেখাবেন আশা করছি।

জিনিয়ার সম্পাদকীয়ও ভালো লাগার মত। অল্পবয়সে তিনি যথেষ্ট দক্ষতা দেখিয়েছেন। ভবিষ্যতে তিনি আরো অনেক ভালো করবেন বলে আমি ভীষণভাবে আশাবাদী। বইটি নিউইয়র্কের 'অনন্যা'-তে পাওয়া যাবে।

মোহাম্মদ জাহিদ হোসেন
পম্পানো বীচ, ফ্লোরিডা।